হওয়াও সুদূরপরাহত”—ইত্যাদি প্রমাণানুসারে সাধ্য ভাব-ভক্তি মহিমাপর বলিয়াই বুঝা যায়। এই চতুর্দ্দশাধ্যায়েই পরে বলিবেন—“কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতস বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ”॥ হে উদ্ধব! ভক্তিবিনা কেমন করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে? আবার ভক্তি আছে কি না, তাহাও আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে চিত্ত বিগলিত না হইলে কেমন করিয়া বুঝা যাইতে পারে? আবার অঙ্গে রোমহর্ষ ও নেত্রে আনন্দাশ্রুকলা বিনাই বা কেমন করিয়া চিত্ত-দ্রবতার পরিচয় পাওয়া যায়? ইহা দ্বারা সাধ্য ভাব-ভক্তির উদয় হইলেই যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ, “মদ্ভক্তিযুক্তোভুবনং পুণাতি”—এই প্রমাণের দ্বারাও প্রেম-ভক্তি লাভ করিতে পারিলেই জগদ্গত জীবহৃদয় শোধন করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এইরূপ কৈমুত্য বাক্য দ্বারাও সাধ্য ভাব-ভক্তিরই হৃদয়ের ভোগবাসনা-সংস্কার নাশ করিবার ক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে ভাব-ভক্তিতে জগদ্গত জীবহৃদয়ের বাসনা-সংস্কার পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে, সে ভক্তিতে যে সাধকের হৃদয়ের বাসনা-সংস্কার নাশ করিবে, তাহা তো বলাই বাহুল্য। অতএব, সাধ্য ভাব-ভক্তি লাভের পরই সাধকের হৃদয়বিষয়ে অবাধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাধকের হৃদয়কে বাধা দিতে পারে না। অনন্তর “যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ”॥ হে উদ্ধব! সম্যক্‌প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তেমনি আমিই যাহার বিষয়—এমন ভক্তিও নিখিল পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিয়া থাকে। এই শ্লোকটি কিন্তু সাধন-ভক্তিপর বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু এটি সকলেই জানেন যে—নামাভ্যাসাদিরও এম্‌নি ক্ষমতা যে, অনায়াসে সর্ব্বপাপক্ষয় করিতে পারেন। অতএব, এ শ্লোকটি সাধন-ভক্তিপর। অনন্তর “ন সাধয়তি মাং যোগঃ”—ইত্যাদি ১½ দেড় শ্লোক সাধনরূপ যোগাদি প্রতিযোগিরূপে নির্দ্দেশ করাতে এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা জন্য সাধন-ভক্তিপরই ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ যদি সাধন-ভক্তিপর ব্যাখ্যা না করিয়া সাধ্য ভাব-ভক্তিপর ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে “শ্রদ্ধয়াত্মা”—এইরূপ সহার্থবোধক শ্রদ্ধাপদের উল্লেখটি পুনরুক্তিদোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ, শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতেই শ্রীভগবানে সাধ্য ভাব-ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়; তাহা হইলে পুনর্ব্বার “শ্রদ্ধা” পদের উল্লেখ করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। যদ্যপি সেই